31 JAN 2016

# পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট

মো. সফিউল আজম

পেশায় একজন আইনজীবী হওয়ায় সব শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসার অবাধ সুযোগের কারণে সমাজের বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে জানার কিছুটা হলেও সুযোগ হয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড– এ কথাটা সর্বজনীন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এখন কী হচ্ছে, তা সবাই জানেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যা দরকার তা হলো একটি সর্বজনীন 'শিক্ষা নীতিমালা'। কারণ আমাদের দেশে হ-য-ব-র-ল ভাবে চলছে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। আমাদের দেশে মোটামুটি শিক্ষা স্তর চারটি– প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর। ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মানসম্মত স্কুলে কোমলমতি শিশুকে ভর্তি করা এখন কঠিন হয়ে গেছে। যেমন কঠিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া। আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুটি শিফট চালু করা অতীব জরুরি। না হলে শিক্ষার মান ধরে রাখা ভবিষ্যতে খুব কঠিন হবে। উল্লেখ্য, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অঢেল টাকা দিয়ে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, তার অর্ধেক টাকা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পেলে তারাও সানন্দে একটা ক্লাসের জায়গায় দুটো ক্লাস নিতে কখনও পিছপা হবেন বলে মনে হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করা খুব কঠিন বলে আমরা মনে করি না। এটা শুধু নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তাই কালবিলম্ব না করে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার পথকে প্রসারিত করা প্রয়োজন, যাতে জনগণ উপকৃত হয়।

**বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুটি শিফট চালু করা অতীব জরুরি। না হলে শিক্ষার মান ধরে রাখা ভবিষ্যতে কঠিন হবে**

অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট